

175216 - যবে ব্যক্তধি ধরৈয হারয়িযে যনো করতযে চায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমযিযনো করতযে চাই! আমআর নজিকেযে সামলাতযে পারছনা। দশ বছর যাবৎ ধরৈয ধরযে আছ। আলহামদু ললিল্লাহ আমনিামায পড়ি, ররোজা রাখি। কনিতু যখনই আমকিযনো মযেকেযে বয়িরে প্রস্তুতযে দই বয়িযে ভঙেগযে যায়। আমযিযনো করতযে চাই! আমযিযনো করতযে চাই! আমদিযোযে করি; কনিতু দুআ কবুল হয় না। আমকি করব? আমআর পারছনা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক:

আপনি আমাদরে সাথে যমেন স্পষ্টবাদী হয়ছেন আমরাও আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব। আপনি কি আমাদরে কাছযে এজন্য মহেল করছেন যযে, আমরা আপনাকে যনো করার অনুমতি দবি?! আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার জন্য কাউকে অনুমতি দযোর অধিকার তযে আমাদরে নই। নাকি আপনি চাচ্ছনযে যযে, আমরা আপনাকে ব্যভচারি বধে বলে ফতযোযে দবি?! কযোন মুসলমানরে পক্ষযে এ ফতযোযে দযো সম্ভব নয়। যনো কবরি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতই যনোর শাস্তি বতেরাঘাত ও পাথর নকিষপযে হত্যা নরিধারণ করছেন এবং এ গুনাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বশে কিছু বধান আরযেপ করছেন। যমেন- যনোকারী তওবা না করা প্রযন্ত তাকে বয়িযে করতযে দযো হবযে না। এ গুনার কারণযে আখরোতযে যন্ত্রণাদায়ক কঠনি শাস্তরি হুমকি দয়িছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সযে শাস্তরি কিছু বরণনা উল্লখে করছেন: আল্লাহ তাআলা জাহান্নামরে একটি চুল্লতিযে ব্যভচারী নর-নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রতি করবনযে। সখোনযে জাহান্নামরে আগুন তাদরেকযে পযেড়ানযে হবযে। তাদরে বকিট শব্দ শুনযে যাবযে। অতএব, যযে ব্যক্তযিযনো করতযে চায় আমাদরে কাছযে তার জন্য অনুমতি নই। আমাদরে কাছযে যনো বধে মরমযে কযোন ফতযোযে নই।

দুই:

আগই বলেছি আমরা আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব, আপনি যমেন আমাদরে সাথে স্পষ্টবাদী হয়ছেন। ধরুন, আপনি যযে কঠনি ও কষ্টকর পরস্থিতিরি মধ্যযে আছনযে –আল্লাহ না করুন- আপনার বযোন বা মা যদি সযে অবস্থার মধ্যযে পড়যে এবং আপনি যা

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করতে চাচ্ছেন তারাও তা করতে চায় তখন তাদের এই চাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কি হবে?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দায়ের প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি- আপনি যা করতে চাচ্ছেন সেটা কত বড় জঘন্য।

আচ্ছা এ প্রসঙ্গ বাদ দি; অন্য প্রসঙ্গে আসুন। এ বিশ্বে এমন কত যুবক আছে যারা যেনো করতে চাচ্ছে। হতে পারে তাদের অনেকে – আপনার মত- সম্ভ্রান্ত। হতে পারে সেও এমন কঠিন ও কষ্টকর অবস্থা সহিতে পারছে না। সেও যেনো করতে চাচ্ছে এবং সে যে মহিলার সাথে যেনো করতে চাচ্ছে – আল্লাহ না করুন- সে আপনার বোন অথবা আপনার মা। আপনি তখন কি বলবেন?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দায়ের প্রয়োজন নাই। জনে রাখুন, আমরা যদি আপনাকে যেনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা আপনার বোন ও মায়ের জন্যেও যেনো করার অনুমতি দিলাম। আমরা যদি আপনাকে যেনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা মানুষকে আপনার বোন ও মায়ের সাথে যেনো করার অনুমতি দিলাম। ইসলামের মত পবিত্র শরিয়তে যা হওয়া অসম্ভব। আপনার বোন ও মায়ের ইজ্জত ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমে সুরক্ষিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিত। যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে এর সাজা পাবে। আপনি দেখলেন তো ইসলামী শরীয়া কভাবে আপনার পরিবারের ইজ্জত-আব্রুর হফেযত নিশ্চিত করেছে। সুতরাং আপনি কভাবে প্রত্যাশা করেন যে, আমরা আপনাকে অন্য নারীদের ইজ্জত কলঙ্কিত করার অনুমতি দিই এবং বলব, ঠিক আছে যেনো করুন; অসুবিধা নাই!! আমরা আপনার সামনে যে উদাহরণটি তুলে ধরলাম সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বোত্তম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন। যখন এক যুবক এসে তাঁর কাছে যেনো করার অনুমতি চাইল তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা পছন্দ করবে? তুমি সেটা তোমার বোনের জন্যে পছন্দ করবে? আমরা আশা করব, আপনি সচতেনভাবে অনুধাবন করবেন যে, আমরা যে উদাহরণটি পেশ করেছি এর মাধ্যমে শুধু আপনি যা করতে চাচ্ছেন সে বিষয়টির কদর্যতা তুলে ধরা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ ইচ্ছা হলো মানুষের ইজ্জত হরণ করা বৈধ নয়। বরং তা পবিত্র শরিয়তের মাধ্যমে সংরক্ষিত। পূর্ববোক্ত হাদিসটির পরিপূর্ণ ভাষ্য ও এ হাদিস বিষয়ক আরও কিছু সুন্দর কথা [52467](#) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি:

প্রিয় ভাই, আপনি কি ভাবছেন যেনো করার মাধ্যমে যটন উপভোগ করে আপনি প্রশান্তি পাবেন – আল্লাহ আপনাকে এ গুনাহ দূরে রাখুন ও পবিত্র রাখুন?! যদি আপনি এমনটি ভেবে থাকেন তাহলে মহা ভুলের মধ্যে আছেন। বরং যেনোতে লিপ্ত হওয়া মানে দেহ, মন ও দ্বীনদারির উপর অতি তিক্ত কিছু পরিণামের দুয়ার খোলা। যেনো হচ্ছে- দ্বীনদারির হ্রাস, তাকওয়ার বলিপ্তি, ব্যক্তিবর্গের বচিযুতি, আত্মসম্মানের স্থলন, খয়োনত, লজ্জাশীলতার হ্রাস, আল্লাহর নজরদারির অনুভূতহীনতা, হারামের ব্যাপারে বেরোয়া ইত্যাদি মন্দে মূল। যেনো অবধারণ করে দেয়: আল্লাহর অসন্তুষ্টি, চহোরায কালি পড়া ও নষ্প্রভ হওয়া, অন্তর মরে যাওয়া ও নূর চলে যাওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। আমরা [20983](#) নং প্রশ্নের জবাবে এ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পরণামগুলো পরপূর্ণভাবে তুলে ধরছে। সে উত্তরটি পড়তে পারেন। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর ‘রওদাতুল মুহব্বীন’ কতিব থেকে আমরা এ বিষয়গুলো উদ্ধৃত করছি।

চার:

প্রিয় ভাই, আসুন আপনাকে জিজ্ঞাসে করি- আপনি নামায রোজা কনে করেন? যদি তা এ কারণে করে থাকেন- এটাই আপনার প্রতিধারণা- য়ে, আল্লাহ আপনার উপর নামায পড়া ও রোজা রাখা ফরজ করছেন এবং এ দুটো বর্জন করা হারাম করছেন। তাহলে আমরা আপনাকে বলব, অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনার উপর আপনার যত্নাঙ্গ হফেযত করাকে ফরজ করছেন এবং যনো করা হারাম করছেন। আমরা এ ব্যাপারে বন্দিমাত্র সন্দেহে করি না য়ে, আপনি বিশ্বাস করেন- আল্লাহ আপনাকে নামায আদায়কালে দেখতে পাচ্ছেন। এ কারণে আপনি প্রশান্তচিত্তে বনিম্রভাবে নামায আদায় করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়েভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সয়েবে নামায পড়েন। ঠকি তমেনি আপনি যখন যনো করবনে তখনও তে আল্লাহ আপনাকে দেখবনে! য়েহেতু আপনার ঈমান আপনাকে দিয়ে সুন্দরভাবে নামায আদায় করায় তাই আমাদের ধারণা আপনার সে ঈমান আপনাকে যনো থেকেও বরিত রাখবে। কারণ আমরা আপনার প্রতিভাল ধারণা পোষণ করি। আমরা মনে করি, আপনি জানেন য়ে, এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা নয়; অথচ আল্লাহ আপনাকে ইসলামরে নয়োমত দান করছেন। আপনাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিয়েছেন। এ মহান নয়োমতগুলোর শুরিয়া এভাবে করতে হয় না।

পাঁচ:

আপনার হয়তো স্মরণে নই য়ে, আপনি য়ে কঠনি ও কষ্টকর অবস্থার মধ্য আছেন যদি এতে সবার করেন তাহলে আপনি সওয়াব পাবনে। মুমনিরো তে মুসবিতরে সময় ধরৈ ধারণ করে থাকে এবং আনন্দরে সময় আল্লাহর শুরিয়া আদায় করে থাকে। মুমনি ছাড়া অন্য কেটে এটা করে না। মুসবিতে ধরৈ রাখতে, আনন্দকালে শুরিয়া আদায় করে। য়েদনি আপনি আপনার রবারে সাথে সাক্ষাৎ করবনে স়েদনি আপনি আপনার আমলনামায় এর সর্বোত্তম পুরস্কার পাবনে, ইনশাআল্লাহ। আপনি 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়তে পারেন। সখোনে বপিদ মুসবিতে মুমনিরে অবস্থান তুলে ধরা হয়ছে।

ছয়:

আপনার হয়তো স্মরণে নই য়ে, আপনার দুআ বফিলে যায়নি। আপনি য়ে তাগদি দিয়ে বলছেন আপনার দুআ কবুল হয়নি এটা আপনার ভুল। দুআ কবুলরে তনিটি অবস্থা হতে পারে। এক, আপনি য়া চয়েছেন সাথে সাথে আল্লাহ সটো দিয়ে দয়ো। দুই, দুআ অনুপাতে আপনার বাল-মুসবিত দূর করে দয়ো। তনি, আপনাকে আখরোতে সওয়াব দয়ো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতরে দনি

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনি তা দেখবেন। কিন্তু আপনি ভেবেছেন দুআ কবুল হওয়া মান- আপনি যা তলব করছেন শুধু সটো দিয়ে দয়্যো। তাই আপনি বলছেন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেননি। নঃসন্দেহে এটি আপনার ভুল ধারণা। বান্দা কর্তৃক আল্লাহর কাছে দুআ করাটা একটি মহান ইবাদত। দুআর মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টার কাছে তার দীনতা, হীনতা তুলে ধরে। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে বান্দাকে দুআ থেকে বমিখ রাখতে। তাই সবে বান্দার অন্তরে অবলিম্ববে তার মাকছাদ পূরণ হওয়ার বাসনা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে সবে বরিক্ত হয়ে দুআ ছড়ে দেয়।

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন: জনকৈ আলমে বলেন: বান্দা তখন দুআর প্রতদিন অবলিম্ববে পতে চায় যখন দুআর উদ্দেশ্য হয়: প্রার্থনার মাকছাদ অর্জন। ফলে মাকছাদ অর্জতি না হলে দুআ চালিয়ে যাওয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বান্দার দুআ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: আল্লাহকে ডাকা, তার কাছে চাওয়া, সর্বদা নজিরে দৈন্যতা প্রকাশ করা, কখনো দাসত্বের বৈশিষ্ট্য ও আলামত পরিত্যাগ না করা, আদর্শে ও নবিধের অনুগত থাকা।[শারহ সহিহ মুসলিম (১০/১০০)]

দুআ কবুলের শর্তগুলো জানতে [13506](#) নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার প্রতবিন্দকতাগুলো জানতে [5113](#) নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ করার আদব বা শিষ্টাচারগুলো জানতে [36902](#) নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার সময় ও স্থানগুলো জানতে [22438](#) নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

সাত:

এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা যেনে আপনাকে বলতে শুনছি, “আমি যেনো করতে চাই না”। আমরা আপনার ব্যাপারে এই ধারণাই পোষণ করি। প্রকৃতপক্ষে যেনো করার অনুমতি জন্য আপনি আমাদের কাছে ইমাইল করেননি। অথবা আমরা আপনাকে যেনো করা জায়গে ফতোয়া দবি সবে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি পাঠাননি। যহেতু আপনি জানেন যে, সেই অধিকার আমাদের নাই। যদি আপনি যেনো করতেই চাইতেন তাহলে আমাদেরকে ইমাইল না করাই যেনো করে ফেলতেন। কারণ আমরা তো আর আপনাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে পারছি না বা আপনি আমাদের কর্তৃত্বাধীনও নন যে, আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নবিনে। কিন্তু আমরা নশ্চিতি যে, আপনি যে মুসবিতরে মধ্যে আছেন আপনি আপনার ভাইদের কাছে সবে ব্যাপারে অভিযোগ করতে চয়েছেন এবং আপনি চয়েছেন আপনার ভাইয়েরা যেনে আপনাকে এমন কিছু নসীহত, দকিনরিদশেনা ও উপদশে দিয়ে যাতেনে আপনি যেনো না করেন। আমরা সবে দায়িত্ব নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়িলাম। দরীতে বয়রে যে পরীক্ষার মধ্যে আপনি আছেন এ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অবস্থায় আমরা আপনাকে ধৈর্য রাখার উপদশে দিচ্ছি। এ দীর্ঘ বছর ধরে দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান হফেযত করতে পারায় আমরা আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি আপনি যদি আপনার রবের সাহায্য চান তাহলে আপনি এর চয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও আপনার দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারবেন।

আমরা আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার উপদশে দিচ্ছি এবং সৎ পাত্রী খুঁজে পতে আরও জোর প্রচেষ্টা চালাবার পরামর্শ দিচ্ছি। নকে আমলরে মাধ্যমে আপনার রবের সাথে সম্পর্ক ঘনষ্ঠ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন ঈমানকে আপনার কাছে প্রয়ি করে দেন, সুশোভতি করে দেন। কুফর, পাপ, অবাধ্যতাকে আপনার কাছে নিন্দনীয় করে দেন। আপনাকে সুপথপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমরা আশা করব আপনি 20161 নং ও 11472 নং প্রশ্নোত্তরদ্বয়ও পড়বেন।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।